প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার সংক্রান্ত আইন পাসের দাবিতে সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা, ৩রা ডিসেম্বর – ওঁরা সবই পারেন। যে কোনো সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতই বেঁচে থাকার অধিকার আছে তাঁদের। কিন্তু সরকার বা প্রশাসন তা মানে না। তাই নিজেদের অধিকার সংক্রান্ত আইনটি অবিলম্বে সংসদে পাস করানোর জোরালো দাবি জানিয়ে সোমবার এক বিশাল মিছিলে শামিল হলেন রাজ্যের প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষ। সোমবার বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে কলকাতায় রানী রাসমণি রোডে এক সভায় বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে সরব হলেন তাঁরা। শুধু তাই নয়, এবারের অধিবেশনে সংসদে নতুন আইনটি পাস না হলে প্রয়োজনে জেল ভরো আন্দোলনে নামবেন বলেও সাফ বক্তব্য তাঁদের। আগামী ৬ই ফেব্রুয়ারি রাজ্যের প্রতিটি জেলায় অবস্থান বিক্ষোভ পালন করবেন তাঁরা।

এদিন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর ডাকে আয়োজিত এই সভায় বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিবন্ধী মানুষ এসে যোগ দেন। সভায় উপস্থিত বামফ্রন্ট

বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর রাজ্য জমায়েত মঞ্চে বিমান বসু, শুভঙ্কর চক্রবর্তী, মাসাদুর রহমান বৈদ্য, কান্তি গাঙ্গুলি।

ডিসেম্বর দিনটি আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস হিসেবে পালিত হবে প্রতি বছর। কিন্তু নিজেদের বিভিন্ন দাবি দাওয়াগুলির আর কোনো মীমাংসা হচ্ছে না তাঁদের। ২০০৭ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত

পক্ষ থেকে যে ১ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীকে দেওয়া হয়েছে তা দিয়েই এদিন প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় সাহায্য করা হয়। আর্থিক

চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, প্রায় ১২ কোটি মানুষের দাবির বিষয়টি কানেই তুলছে না কেন্দ্রীয় সরকার। প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন অধিকারের আইনটি যাতে সংসদে পেশ হয় তা দেখবেন। কিন্তু তা হলো না। রাজ্য সরকারও কোনোরকম উদ্যোগ দেখালো না প্রতিবন্ধী মানুষের কল্যাণে। তাই এই মুহূর্তে আরো জোরদার আন্দোলনে নামতে হবে সবাইকে। আইনটি পাস করতে হবে সংসদে। চলবে না এ পি এল/বি পি এল বিভাজনও। প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষ সমাজেরই অংশ। তাঁদের গায়ে তো কোনো ছাপ থাকে না। অথচ সরকার তা মনে করে না। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে অবিলম্বে। লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, বহু টাকা খরচ হয় সংসদ চালানোর জন্য। অথচ দিনের পর দিন সংসদ চলে না। তিনি বলেন, করুণা বা ভিক্ষা নয়, স্বাধীন দেশে স্বাধীন মানুষের দাবি মানতে বাধ্য করতে হবে সরকারকে। বহু প্রতিবন্ধী মানুষ আজ স্বনির্ভর। সমাজের শীর্ষে উঠেছেন তাঁদের অনেকেই। তাঁদের কাছ থেকে আমাদের শিখতে হবে। ১৯৯২ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ঘোষণা ছিল ওরা মানুষের অধিকার সম্পর্কে একটি সনদ গ্রহণ করে। ভারতও তাতে স্বাক্ষর করে। এই সনদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নতুন আইন তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু তা পাস হচ্ছে না। এতে চূড়ান্ত অসুবিধায় পড়েছেন প্রতিবন্ধী মানুষ। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন পরিচয়পত্র ব্যবহার হয়। এতে নানা সমস্যা হচ্ছে। তাই সারা দেশে এক ও অভিন্ন পরিচয়পত্র চালু করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। তাঁদের দাবি সবার জন্য হেল্থ সার্টিফিকেট ও ৭৫ শতাংশ যাতায়াত ভাড়া ছাড়েরও। 'হয় কাজ না হয় ভাতা' এবং সমস্ত প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষকে বি পি এল তালিকাভুক্ত করার দাবিতেও তাঁরা সোচ্চার। অতীতে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ব্লকে ব্লকে পরিচয়পত্র, হেল্থ কার্ড সহ অনেক কিছুরই সুরাহা হয়েছিল। কিন্তু রাজ্যে পরিবর্তনের পর কোনো ন্যায্য অধিকারই আর রক্ষা হচ্ছে না। কোনো নতুন স্কুলও হয়নি প্রতিবন্ধীদের জন্য। দাবিদাওয়াগুলি না মিটলে আগামী দিনে জেল ভরো আন্দোলনে শামিল হবেন বলে এদিন জানান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর সাধারণ সম্পাদক কান্তি গাঙ্গুলি।

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত নির্মলচন্দ্র বীণাপাণি জনকল্যাণ ট্রাস্টের সাহায্য পাওয়া গিয়েছে সম্মিলনী বি এড কলেজ থেকেও। স্নাতকোত্তরের ছাত্রছাত্রীরা বছরে পাবেন ১২ হাজার টাকা করে। এরকম ২০ জনকে এদিন সাহায্য দেওয়া হয়। এছাড়া প্রতিটি জেলায় স্বনির্ভর প্রকল্পে যুক্ত ১০ জনকে ৫ হাজার টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয় সম্মিলনীর পক্ষ থেকে। ৬০ হাজার টাকা দেওয়া হয় জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া প্রতিবন্ধীদের জন্য। এছাড়া ১০ হাজার টাকা ও মানপত্র তুলে দেওয়া হয় দলিত সাহিত্যকর্মী মনোরঞ্জন ব্যাপারির হাতে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শুভঙ্কর চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ সুধাংশু শীল, রাজ্যের প্রাক্তন শ্রমমন্ত্রী অনাদি সাহু, সুখেন্দু পানিগ্রাহী, ক্রীড়াবিদ মাসাদুর রহমান বৈদ্য, এ ওয়াই জে এন আই আই এইচ এইচ-এর পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা এ কে সিনহা প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন শৈলেন চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ছেলেমেয়েরা নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

Close

Print